নকশালবাড়ি

অতন্দ্র উত্থানগাথা

নকশালবাড়ি

অতন্দ্র উত্থানগাথা

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

মধুময় পাল

সহযোগী সম্পাদক

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল বসু

পুনশ্চ

NAXALBARI
Atandra Utthangatha
(A collection of essays and documents on Naxalbari Movement)
Edited by
Madhumay Pal

Part II

First Edition
January 2026

ISBN 978-81-7332-769-8

Price
₹ 650

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

দাম
₹ ৬৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সমাজ বদলের স্বপ্ন
যাঁরা দেখেন
দেখবেন

সূচি

ভূমিকা: থেঁৎলানো মাংসপিণ্ড, ক্ষীণকণ্ঠে স্লোগান		৯
দলিল ও বিতর্ক : প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিত	অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
চারু মজুমদারের আটটি দলিল		
১. বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য		২২
২. শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলুন		২৪
৩. ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাসের উৎস কী?		২৮
৪. আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান		৩১
৫. ১৯৬৫ সাল কী সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে?		৩৪
৬. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামই এখনকার প্রধান কাজ		৩৭
৭. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র পার্টিজান সংগ্রাম গড়ে তুলুন		৪০
৮. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে		৪৩
নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র	অমূল্য সেন	৪৯
শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বুলেটিন নং ১ বর্তমান পরিস্থিতি ও কর্তব্য		৫৩
সংস্কারবাদী নেতৃত্বের হাত থেকে পার্টিকে বাঁচান		৬৯
নকশালবাড়ির বীর কৃষক জিন্দাবাদ	চারু মজুমদার	৭২
ক্ষমতা না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ গড়ে তোলাই কৃষক সংগ্রাম তথা গণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য	কে সি (কানাই চ্যাটার্জি)	৭৪
জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও কৃষক সমস্যা	অমূল্য সেন	৮৩
অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করুন	কানাই চ্যাটার্জি	৯০
একটি বিপজ্জনক লাইন	অসিত সেন	১০৪
তরাইয়ের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্ট	কানু সান্যাল	১১০
নাগি রেড্ডি বিতর্ক (১৯৬৮)		১৩১
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) রাজনৈতিক প্রস্তাব		১৩৩
সিপিআই (এম-এল)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্পর্কে কয়েকটি কথা		১৪১
কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সিপিআই (এম-এল)-এর সঙ্গে 'দক্ষিণদেশ'-এর সম্পর্ক — এম সি সি-র জন্ম		১৪৯
চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান চীনের পথ আমাদের পথ	চারু মজুমদার	১৫৭
কৃষিবিপ্লবকে বাধা দেবার জন্য বিপ্লবভীরু বুদ্ধিজীবীরা ইচ্ছে করেই পার্টি গঠন সম্পর্কে ভুল তত্ত্ব প্রচার করছে	সত্যনারায়ণ সিং	১৬২

গেরিলা 'অ্যাকশন' সম্পর্কে কয়েকটি কথা	চারু মজুমদার	১৬৭
'৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন	চারু মজুমদার	১৭১
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র কর্মসূচি		১৭৫
রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট সম্পর্কে	চারু মজুমদার	১৮২
পূর্ণ তথা সুশীতল রায়চৌধুরীর দলিল		১৮৫
হঠকারী বামপন্থী নীতিকে প্রতিহত করুন	সুশীতল রায়চৌধুরী	১৯৪
'৭০-এ কম. চৌ এন-লাই ও সৌরেন বোসের আলাপ প্রসঙ্গে		২০৫
খোকনদের দলিল/ 'বর্তমান পার্টি লাইন ও আমাদের অভিজ্ঞতার সারসংকলন'		২২৪
খোকনদের দলিলের জবাবে/ গণমুক্তিবাহিনী ও ঘাঁটি এলাকার প্রশ্নে	চারু মজুমদার	২৩৪
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বক্তব্য		২৩৬
সংক্ষেপে বীরভূমের অতীত ও বর্তমান		২৪৮
নকশালবাড়ির শিক্ষা	দীপক বিশ্বাস	২৭০
নকশালবাড়ির শিক্ষা— দ্বিতীয় পর্যায়		২৮৪
জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ	চারু মজুমদার	২৯২
বিপ্লবীদের হত্যা করে কোনো দেশের বিপ্লবকে ধ্বংস করা যায়নি		২৯৫
বিশাখাপত্তনম জেল থেকে ছয় নেতার খোলা চিঠি		২৯৯
নকশালবাড়ি সম্পর্কে আরও বক্তব্য	কানু সান্যাল	৩০২
NEW CONTROVERSIES IN THE NAME OF 'MORE ABOUT NAXALBARI'	Kolla Venkaiah	৩১৪
নকশালবাড়ি আন্দোলন : তার সঠিক বিশ্লেষণ হয়নি কেন?	প্রমোদ সেনগুপ্ত	৩৩০
চারুবাবুদের 'চিন্তা'র আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	প্রমোদ সেনগুপ্ত	৩৩৯
বিচ্ছিন্নতা থেকে সমন্বয়	অসিত সেন	৩৫৩
পার্টির পরিচালনায় বিপ্লবী যুদ্ধ	অসিত সেন	৩৬৬
শ্রদ্ধেয় নেতার ধরা পড়া ও শহিদ হওয়ার ঘটনা	শান্তি পাল	৩৭৬
কমরেড চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারি ও হত্যার পেছনকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কারণ সম্পর্কে		৩৮০
নকশালবাড়ির তাৎপর্য ও শিক্ষা	জহর (সুব্রত দত্ত)	৩৮৪
আরসি-র লিন-বিরোধী সদস্য সুব্রতর বিরুদ্ধে ফাইট	শান্তি পাল	৩৮৬
পথেই হবে এ পথ চেনা	বিনোদ মিশ্র	৩৯০
বিনোদদের দলিলের জবাবে	শান্তি পাল	৩৯৫
কাঁকসার শিক্ষা নিন 'বাম' লাইন বর্জন করুন		৩৯৮

ভূমিকা

থেঁৎলানো মাংসপিণ্ড, ক্ষীণকণ্ঠে স্লোগান

প্রশ্নটা ছিল মোক্ষম: বুর্জোয়াদের প্রশাসনিক কেন্দ্র কেন বিপ্লবীদেরও কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হবে? কলকাতায় গিয়ে বক্তিমে না দিতে পারলে নেতা হওয়া যায় না কেন, এমনকী কৃষক নেতাও? তাবৎ গণসংগঠনের প্রাদেশিক দপ্তর কেন কলকাতায়? ১৯৫৭ সালের কথা। কমিউনিস্ট পার্টির গ্রাম-মফস্সলের সংগঠনের কর্মীদের এহেন প্রশ্নের মুখে আমতা-আমতা করতেন কলকাতার কমরেডরা। জবাব দিয়েছিলেন নদিয়ার এক নেতৃস্থানীয় কমরেড: মাও সে তুং পিকিংয়ে বসে লং মার্চ পরিচালনা করেননি। তেভাগার লড়াই তো কলকাতায় হয়নি। মণি সিং, কংসারি হালদাররা বউবাজার স্ট্রিটের প্রোডাকশন নয়। তোদের কে মাথার দিব্যি দিয়েছে কলকাতায় বসে কৃষিবিপ্লব করার? এর দশ বছর পর সেই ঘটনা ঘটল— নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম দূর মফস্সলকে নেতৃত্বের পুরোভাগে নিয়ে এল। দিলীপ বাগচী স্মৃতিচারণায় লিখেছেন।

১৯৬৭-র কিছু আগে দিলীপ বাগচী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর স্তরে ভরতি হন। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, কদম মল্লিক প্রমুখের। উপলব্ধি করেছেন সিপিএম বিপ্লবী পার্টি নয়। যুক্ত হন কৃষক আন্দোলনে। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামে অসাধারণ ভূমিকা নেয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। তিন ছাত্রনেতার নাম প্রথম সারিতে উঠে আসে— দিলীপ বাগচী, পবিত্রপাণি সাহা ও কিষনলাল চ্যাটার্জি। বড়ো ঝড়ুজোতে ঘটল কৃষক অভ্যুত্থান, ১৪ মার্চ ১৯৬৭। পরদিন প্রসাদুজোতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাল পুলিশ। ৮ রমণী সহ ১১ জন প্রান্তিক মানুষের রক্তে ভিজল মাটি। ওই দিনই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে রাত জেগে দিলীপ বাগচী লিখলেন অবিস্মরণীয় গান: ‘ও নকশাল নকশাল নকশালবাড়ির মা,/ও মা তোর বুগত্ অক্ত ঝরে/তর খুনত্ আঙ্গা নিশান লইয়া/বাংলার চাষি জয়ধ্বনি করে।/ও মা রে—/জমি চাছেন ফসল চাছেন তোমার আধিয়ারে/গুলি মারিয়ার শিক্ষা দিছেন/যুক্তফন্টর দরদি সরকারে।...’

নকশালবাড়ির লড়াই দেশের নানা প্রান্তে বিস্তৃত হয় দ্রুত। সংসদীয় রাজনীতির ভণ্ডামি আর নষ্টামির বিরুদ্ধে কৃষিজীবী শ্রমজীবী জনতা এবং তরুণ সমাজের সশস্ত্র উত্থান শাসকের শোষকের অস্তিত্বে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। নেতৃত্বের স্তরে ঘটে যেতে থাকে বহু ঘটনা— সংগ্রাম সহায়ক কমিটি থেকে সারা ভারত বিপ্লবী কমিউনিস্টদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি পেরিয়ে পার্টি গঠন, পার্টি ঘোষণা, সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক ইত্যাদি এবং তার সঙ্গে ভাঙনের পর ভাঙন। মতবিরোধের ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ অন্ধ গলিপথে ঢুকে পড়ে সিপিআই (এম-এল), আর টুকরো টুকরো হয় নকশালবাড়ির পথ। সময়টা দীর্ঘ নয়, ঘটনাবহুল। একদিকে হাজার প্রাণের আহুতি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অন্যদিকে অজস্র মতবিরোধ ও সংহতিক্ষয়ী বিতর্কযুদ্ধ। রাজনীতিতে মতাদর্শগত লড়াই থাকেই, কিন্তু এমন অসহিষ্ণুতা, সহযোদ্ধাকে হঠাৎ শত্রুবৎ বিবেচনা ও বর্জন করা এবং একটি উপদল থেকে আরও একটি উপদল গঠন করার এমন প্রবণতা ইতিহাসে কম মেলে।

এখানে বিতর্ক-যুদ্ধের তিনটে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

১. ১ মে ১৯৬৯, শহিদ মিনারের নীচে নতুন পার্টি 'সিপিআই মার্কসবাদী লেনিনবাদী' ঘোষণার মঞ্চে সভাপতিত্ব করেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের অগ্রণী নেতা অসিত সেন। সেই অসিত সেন পরদিনই নিজেকে পার্টি থেকে সরিয়ে নেন এবং পরে লেখেন, 'কেন্দ্রভূত পার্টি রূপে সিপিআই (এম-এল) তৈরি হল যান্ত্রিক ও যদৃচ্ছভাবে, চারু মজুমদার পরিচালিত কিছু ব্যক্তির খেয়ালখুশি অনুসারে, বস্তুত গুটিকয়েক স্বয়ংস্বীকৃত বিপ্লবীর ঘোঁট, অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভোলুশানারিজ, নিজের বা তার কাজকর্মের কোনোরকম প্রগতির নজির স্থাপন না করেই, স্রেফ তার সাইনবোর্ড বদলে সিপিআই (এম-এল) বনে গেল।'

২. নকশালবাড়ি আন্দোলনের আরেক অগ্রণী নেতা প্রমোদ সেনগুপ্ত, যিনি ছিলেন নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটির সভাপতি, চারু মজুমদার ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে লেখেন, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামক উপদলটির নেতাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁদের আকাশচুম্বি দম্ভ। তাঁরা তাঁদের লেখা, কথাবার্তা, প্রচার, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সকলকে জানিয়েছেন যে তাঁরাই বিপ্লবের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে নিয়েছেন, তাঁরা ছাড়া ভারতে আর কোনো বিপ্লবী নেই। এমনকী তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামে যেসব কমরেড অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেরও এঁরা বিপ্লবী বলে স্বীকার করতে রাজি নন। এঁদের মতে তাঁরা সকলেই প্রতি-বিপ্লবী। এঁদের সঙ্গে যাঁদের মতপার্থক্য হয়, তাঁরা হলেন ভীরু বুদ্ধিজীবী, সনাতনী পণ্ডিত, শত্রুর দালাল ইত্যাদি। এমনকী এঁরা ছাড়া মাও-র নাম করার অধিকার পর্যন্ত আর কারও নেই। বাংলার সমস্ত বিপ্লবী গ্রুপগুলি যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ চারুবাবুদের দম্ভ ও আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।' চারু মজুমদারের অন্যতম প্রধান অনুসারী সত্যনারায়ণ সিংহ প্রমোদ সেনগুপ্তকে একটি দলিলে আক্রমণ করে ছিলেন। সেই সত্যনারায়ণ সিংহই পরে অন্য একটি দলিলে চারু মজুমদারকে আক্রমণ এবং তাঁকে পার্টি থেকে 'বহিষ্কার' করেন।

৩. ১ মে ১৯৬৯ ময়দানের জনসভায় যিনি বিপুল করতালির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র গঠন-সংবাদ ঘোষণা করলেন, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ দার্জিলিং জেল থেকে যিনি পার্টিতে চারু মজুমদারের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পক্ষে দীর্ঘ সওয়াল করলেন, যিনি বললেন 'ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সিপিআই (এম-এল) কমরেড চারু মজুমদারের মহান মাও সে-তুং চিন্তাধারার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ', সেই তিনি, 'দা ফার্স্ট নকশাল' কানু সান্যাল, এপ্রিল ১৯৭৩-এ লিখলেন 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গেরিলা যুদ্ধ একমাত্র পথ ও খতম একমাত্র রণনীতি ও রণকৌশলের আওয়াজের ভিত্তিতে সাত তাড়াতাড়ি CPI M-L প্রতিষ্ঠা করে সেই ভাঙনকে চিরস্থায়ী করার চক্রান্তে সফল হন।' চারু মজুমদারের লাইন নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন এবং তাঁর অনুগামীদের চিহ্নিত করলেন 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' বলে। পরে অন্ধ্রের সিপিআই (এম-এল) নেতা কোল্লা বেঙ্কাইয়া কানু সান্যালের এই ব্যাখ্যাকে কার্যত নস্যাৎ করেন।

এ ধরনের দলিলে ও বিতর্কে ধরা আছে ভারতের বিপ্লব-ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই সংকলনে সেইসব বিতর্কের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাখা গেল। মানতেই হয়, এই সংকলন আংশিক।

ফেরা যাক দিলীপ বাগচী প্রসঙ্গে। গণসংগীতের বরেণ্য শিল্পী দিলীপ বাগচী। বজ্রনির্ঘোষের সেই সময়ের প্রতিনিধি চরিত্র, তাঁর জীবনাবহে সেই সময়ের খোদাই-দাগ আছে। নকশালবাড়ি রাজনীতিতে ক্রমশ গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠন বিরোধিতার লাইন গুরুত্ব পেলে, খতমের অযৌক্তিক ও চরম ক্ষতিকর লাইন

প্রধান কর্মসূচি হয়ে উঠলে দিলীপ বাগচী তার বিরোধিতা করেছেন। চারু মজুমদারের সঙ্গেও তাঁর তীব্র বিতর্ক হয় এ-বিষয়ে। এই 'অপরাধে' খতম লাইনের নকশালপন্থীদের কাছে তিনি প্রায়-অচ্ছ্যুত ও প্রায়-শ্রেণিশত্রুতে পরিণত হলেন। তারপর হঠাৎই 'অদৃশ্য' হয়ে গেলেন। সেটা ১৯৭২। নকশালপন্থী রাজনীতির দলীয় চর্চা থেকে সরে গেলেন তিনি। সত্তরের দশক তখন মৃত্যুর দশক হতে চলেছে। দুর্বল নেতৃত্ব, ক্রমান্বয়ী ভাঙন, হানাহানি-খুনোখুনি এবং অন্যদিকে রক্তের প্রতিটি কনায় ঔপনিবেশিক পুলিশের পাশবিকতার পতাকাবাহী স্বদেশি পুলিশের হিংস্র নিপীড়ন সংগ্রামের শেষ ঘনিয়ে তুলছে।

২

সাল সম্ভবত ১৯৭০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। কলেজ স্ট্রিটে, এম জি রোড ক্রসিং থেকে কলুটোলা মোড়, তখন দুপুরের দিকে প্রায় রোজই বোমা পড়ে। পর পর। গাড়ি গাড়ি পুলিশ আসে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। বাস-ট্রাম দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজপথ থেকে ধোঁয়া ওঠে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। বেশ একটা বিপ্লবী-বিপ্লবী আবহাওয়া। দ্বারভাঙা বিল্ডিং বা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের কোথাও আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাস হয়। ক্লাস নেন এক সিনিয়র, পোলিটিকাল সায়েন্সের ছাত্র। 'রেডবুক' তাঁর বলতে গেলে কণ্ঠস্থ। তিনি বার বার বলতেন 'রেডবুক' পড়ো, 'রেডবুক' আয়ত্ত করো, সব প্রশ্নের সমাধান 'রেডবুক'-এই পাবে। তাঁর একটা শর্ত ছিল, 'পেটো ফেলো, দ্বন্দ্ব তোলো।' বোমা মারতে না পারলে প্রশ্ন করা যাবে না। অগ্রাধিকার বোমা মারার। 'শ্রেণিশত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত করার' শিক্ষার প্রথম ধাপ হয়তো এরকম উক্তি। সেই 'রাজনৈতিক শিক্ষক'কে পরে দেখেছি নব কংগ্রেসি রাজনীতি করতে। ঘটনাটি গণ-আন্দোলনকে অস্বীকার করে 'বিপ্লবী' রাজনীতি চর্চার একটি নমুনা, আমার মনে হয়।

'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস' কীভাবে যেন হয়ে গেল 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।' কোথাও কোথাও 'বন্দুকের নলই সমস্ত ক্ষমতার উৎস'। ভয়ংকর পরিবর্তন, মনে পড়ে, কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'আলকাতরা আর ব্রাশের নৈশ সংঘর্ষে/যখন দেওয়ালে ফুটে ওঠে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' তখন/ক্ষমতার আগে 'রাজনৈতিক' শব্দটা নেই বলে, আমি আঁতকে উঠি।' রাজনৈতিক শিক্ষাকে তুচ্ছ করার ফল এই ভয়ংকর সরলীকরণ যা লুম্পেনসি-কে প্রশ্রয় দেয়। আদতে স্লোগানটা ছিল 'Communists must grasp the truth that political power grows out of the barrel of a gun, and the gun must never be allowed to command the party' (Problems of War and Strategy Vol. 2, Selected works of Mao, Peking 1975)

''যে যত বেশি পড়ে, সে তত মূর্খ হয়'— স্লোগানটি সরলীকৃত হয়ে ভ্যান্ডালিজম ডেকে আনল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলার সময় চীনের প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে মাও সে তুং বলেছিলেন, 'The more you study, the more stupid you become.' (Mao Papers, Edited by Jerome Ch'en, Oxford University Press, 1970) বাংলায় ওই স্লোগান 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা' ধ্বংস করার অর্থ পেয়ে শহরতলি ও মফস্‌সলের স্কুল আক্রমণ করল, টেবিল-চেয়ার ভাঙচুর করল, উদ্‌বাস্তুদের বহু কষ্টে গড়া স্কুলের ল্যাবরেটরিতে আগুন লাগাল। খতমের লাইন প্রধান কর্মসূচি হয়ে উঠলে, রাজনৈতিক শিক্ষা গুরুত্বহীন হলে এই স্লোগান বোঝবার মতো বোধ ও দরদের অস্তিত্ব থাকে না।

'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগানটি নকশালবাড়ি রাজনীতিতে উদ্‌বুদ্ধ কর্মীদের সাধারণ মানুষের কাছে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল সেদিন। ১৯৬২-র সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনায় চীনের

প্রতি সাধারণ দেশবাসীর একটা বিরূপতা ছিলই। তবু দেওয়ালে দেওয়ালে মাও সে-তুংয়ের ছবি, পিকিংকে বিশ্ববিপ্লবের হেড কোয়ার্টার বলা, রেডিয়ো পিকিং শুনতে বলাও মেনে নিয়েছিল মানুষ, শোষণমুক্ত নতুন এক সমাজ দেখার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু চীনের চেয়ারম্যানকে ভারতের বা ভারতের কোন দলের চেয়ারম্যান বলা হলে প্রশ্ন উঠবেই। জনবিচ্ছিন্নতা থেকে এ ধরনের স্লোগান জন্ম নেয়নি কি? দেশের মানুষের মন না বুঝে ওপর থেকে স্লোগান চাপিয়ে দেবার প্রতি-বিপ্লবী লাইনের সমালোচনা করেছেন চীনের নেতারাও।

৩

গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলন থেকে সরে আসা যে ভুল হয়েছে, বুঝতে পেরেছিলেন চারু মজুমদার। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালনের ডাক দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ'। কিন্তু সে লাইন নতুন করে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাননি। ধরা পড়ে যান। তাঁর গোপন আস্তানার খবর বলে দেন ভাবশিষ্য ও একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। পুলিশের টানা নিপীড়নে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। খতমের লাইনে বিশ্বাসী, পোড়-খাওয়া ভাবশিষ্য মুখ খুললেন কেন? অত্যাচার সয়ে মুখ বন্ধ রাখার বিপ্লবী ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হলেন কেন? এ প্রশ্নে সেই 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছেন, 'মানুষ অত্যাচার সয়ে যেতে পারে মনের জোরে। সেটাই তো ছিল না। তখন তো জেনে গেছি— কোথাও কিছু নেই। আমরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত। যা যা বলা হয়েছিল, ভাবা হয়েছিল সবটাই ব্যর্থ। স্ফুলিঙ্গ দাবানল তৈরি করেনি। আগুন নিভে গেছে। মুক্তাঞ্চল, গেরিলা জোন সব সব এক ঝটকায় ধু-ধু বালুচর। তীব্র অন্ধকারে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছি, দু-হাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছি কিছু একটা। হাতের মুঠোয় উঠে আসছে চাপ চাপ অন্ধকার, চটচটে অন্ধকার, কমরেডদের রক্ত জমাট বেঁধে আছে সারা হাতে, সারা শরীরে। একটা চটি বই লিখেছিলাম— 'নকশালবাড়ির শিক্ষা'। ওই বইটা, ওটার প্রতিটি অক্ষর আমায় তাড়া করত, ছোবল মারত। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে ওরা আমায় ছোবল মারতে মারতে একটা খাদের কিনারায় নিয়ে যেত— আমি মৃত্যুভয়ে চিৎকার করতাম। ওরা হা হা করে হাসত।'

এই স্বীকারোক্তি 'বিশ্বাসঘাতক' বিপ্লবীর পরাজিত মনের ছবি তুলে ধরে যতটা, হয়তো তার চেয়ে বেশি বলে নকশালবাড়ি আন্দোলন চুরমার হয়ে যাবার সংবাদ— 'যা যা বলা হয়েছিল, ভাবা হয়েছিল সবটাই ব্যর্থ।' বিপ্লবী কর্মী কল্লোলের স্মৃতিচারণায় এই স্বীকারোক্তি লিখিত আছে।

এটা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। সত্তর দশক মৃত্যু উপত্যকা হয়েছিল সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। চরম ভুলভ্রান্তি একটি বিপুল সম্ভাবনার সর্বনাশ ঘটিয়েছিল সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। ধ্বংসস্তূপ থেকে, দগ্ধাবশেষ থেকে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নকশালবাড়ি, নতুন জায়গায়, নতুন আদলে, গণতান্ত্রিক পরিসর যুক্ত করে, কোথাও পিছিয়ে-পড়া জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভে শামিল হয়ে, কর্পোরেট দৌরাত্ম্যে বিপন্ন জনজাতির মৌলিক অধিকারের আন্দোলনে সহযোদ্ধা হয়ে। নকশালবাড়ি মানে সাহস, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। দিনবদলের সমাজবদলের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু নেই, নকশালবাড়িরও মৃত্যু নেই। সেই উত্থানগাথা রচিত হতে থাকবে প্রতিদিন, নানাভাবে। রাষ্ট্র তার জনবিরোধী সমাজবিরোধী কর্মসূচি নির্বিঘ্নে হাসিল করতে 'নকশাল' বা 'নকশালবাদ' খতম করার হুমকি দেবে। মানুষই সে হুমকি বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। বহরমপুর জেল। ওয়ার্ডাররা, কুখ্যাত দাগি কয়েদিরা সেদিন বন্দিদের এমন নৃশংসতায় পিটিয়েছিল যে ২৩ বছরের যুবক তিমিরবরণ সিংহ 'মানবদেহ' ছিলেন না, 'দলা পাকানো

থ্যাঁতলানো মাংসপিণ্ড'। তখনও তিনি রক্তে-ভাসা মাটিতে পড়ে ক্ষীণস্বরে স্লোগান দিচ্ছিলেন 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম'। অপরাজেয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের দলিল ও বিতর্ক সংকলনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছেন বন্ধুবর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুজ-বন্ধু উৎপল বসু। তাঁদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পুনশ্চ-র কর্ণধার সন্দীপ নায়ক বড়ো একটা দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

ভুল যা থেকে গেল তার দায় আমার।

বিনীত

২৪ মে ২০২৫ মধুময় পাল

তথ্যঋণ:

১. এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ: দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি
সম্পাদনা: শংকর সান্যাল তাপস চক্রবর্তী। ২০১৩
২. কারাগার বধ্যভূমি ও স্মৃতি কথকতা— কল্লোল। ২০১২।